গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
www.dnc.joypurhat.gov.bd

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট এর কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত মত বিনিময় সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট।

তারিখ ও সময় : ১২/০১/২০২৩ খ্রিঃ, সকাল-৯:৩০ ঘটিকা।

সভার স্থান : জেলা কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

সভায় উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা কার্যালয়, জয়পুরহাট এর কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে মত বিনিময় সভার কার্যক্রম শুরু করেন। প্রারম্ভিক বক্তব্যে তিনি জয়পুরহাট জেলায় সার্বিক কার্যক্রম আরো গতিশীল ও ফলপ্রসূ করার জন্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত প্রস্তাবনাসমূহ সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়:

ক্র. নং	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	প্রস্তাবনা	বাস্তবায়নকারী
০১.	মামলা সংক্রান্ত কার্যক্রম:	সভাপতি মহোদয় সভায় অত্র জেলা কার্যালয়ের ডিসেম্বর/২২ মাসের মামলার বিবরণী ও মামলার প্রমাপ উপস্থাপন করেন। গত নভেম্বর/২২ মাসে অত্র জেলায় মোট ৩০টি মামলা রুজু করা হয়েছে। (নিয়মিত-১৫টি, ও মোবাইল কোর্ট-১৫টি)। সভাপতি, আলামত উদ্ধারে কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট নন বলে জানান। অধিক পরিমাণ আলামত উদ্ধার সহ মানসম্পন্ন মামলা দায়ের করার জন্য বিশেষভাবে বলেন। পাশাপাশি টাস্কফোর্স ও চেকপোস্ট অভিযান বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি পেশাদার সোর্স নিয়োগসহ সিপাইদের তথ্য সংগ্রহের কাজে লাগাতে হবে। মামলার এজাহার দাখিল ও তদন্তকরণসহ আলামত উদ্ধারে আরও তৎপর হবার জন্য সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করেন। সোর্সের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ট্রেন এ অভিযান পরিচালনাসহ মামলা উদঘাটন করতে হবে। অভিযানের ফলাফল অত্র কার্যালয়কে অবহিত করতে হবে। নিয়মিতভাবে চেকপোষ্ট স্থাপনসহ প্রত্যেক অভিযানে পিও তে সংশ্লিষ্ট সকলের ছবি অবশ্যই ধারণ ও সংরক্ষণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। মামলা দায়ের হতে তদন্ত পর্যন্ত তথ্যাদি NIMS ওয়েব পোর্টালে আপলোড করবেন।	ক) মাদকবিরোধী অভিযান জোরদার করতে হবে। উল্লেখযোগ্য অধিক পরিমাণ আলামত উদ্ধারের জন্য পেশাদার সোর্স নিয়োগসহ সিপাইদের তথ্য সংগ্রহের কাজে লাগাতে হবে। খ) প্রমাপ অনুযায়ী মামলার এজাহার গোপন সংবাদ প্রাপ্তির সময়, অভিযানে যাওয়ার সময়, আলামত উদ্ধারের সময় পৃথক ভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং একাধিক আসামীর কাছ থেকে আলামত উদ্ধার হলে প্রত্যেক আলামতের পৃথক পৃথক নমুনা সংগ্রহ পূর্বক রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য পরীক্ষাগারে প্রেরণ করতে হবে। গ) নিষ্পত্তিকৃত মামলার আলামত বিধিগত ভাবে বিলিবন্দেজ করতে হবে। ঘ) সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ট্রেনে সফল অভিযান পরিচালনা করতে হবে। ঙ) প্রতিটি অভিযান শেষে তদস্থলে জনগণের মধ্যে সচেতনতা ও গোপন সংবাদ দেয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করণ কার্যক্রম হিসেবে টেলিফোন নম্বর লিখিত লিফলেট, পোষ্টার বিতরণ করতে হবে। চ) টাস্কফোর্স অভিযান নিয়মিত রাখতে হবে। টাস্কফোর্স/মোবাইল কোর্ট অভিযানের একদিন পূর্বে বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিজ্ঞ এ.ডি এম মহোদয়কে অবহিত করে নিতে হবে। ছ) NIMS ওয়েব পোর্টালে আপলোড করণ কার্যক্রম নিয়মিত রাখতে হবে। জ) প্রত্যেকের গোপন সংবাদ ডাইরী নিয়মিত করতে হবে। এবং মাস শেষে প্রত্যেকের কর্মতৎপরতা প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	সহকারী পরিচালক/ পরিদর্শক/উপপরিদর্শকসহ সংশ্লিষ্ট সকল